রামমোহন রায়: ব্রাহ্ম সমাজ ও ব্রাহ্ম ধর্ম

সন্দীপন সেন

ইংরেজি বিভাগ, আনন্দমোহন কলেজ, কলকাতা

তাঁর চারিত্রপূজা গ্রন্থে রামমোহন রায় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন:

> তিনি যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, চেষ্টা করিলে একাদশ অবতারের পদ সহজে অধিকার করিয়া বসিতে পারিতেন। তিনি গড়িয়া পিটিয়া একটা নূতন ধর্ম বানাইতে পারিতেন, তাহা না করিয়া পুরাতন ধর্ম প্রচার করিলেন। (রবীন্দ্রনাথ ২২১)

চারিত্রপূজা-র অন্যত্রও রামমোহন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে "তিনিই হিন্দুধর্মের জীবনরক্ষা করিলেন" (রবীন্দ্রনাথ ২২৩)। রবীন্দ্রনাথের এ-হেন মন্তব্যগুলি পড়লে প্রাথমিকভাবে একটু বিস্ময় জাগে, কারণ আমরা অনেকেই ছোটোবেলা থেকে জেনে এসেছি রামমোহনই না কি ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাবেই লিখেছেন যে রামমোহন কোনও নতুন ধর্ম প্রচার করেন নি। অবশ্য, রবীন্দ্রনাথ একা ননএ জাতীয় মন্তব্য আমরা অনেকের লেখনীতেই পাই। যেমন, আমরা স্মরণ করতে পারি, বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর বই নবযুগের বাংলা-তে রামমোহন সম্বন্ধে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখেছেন:

> রাজা ব্রাহ্মধর্ম নামে কোনও নূতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন নাই, ব্রাহ্মসমাজ নামে কোনও সমাজ গড়িয়া তুলিতে চাহেন নাই। নিজের সিদ্ধান্তে ও সাধনে রাজা বৈদান্তিক হিন্দুই ছিলেন। (বিপিনচন্দ্র ৪৭)

ঠিক তেমনই, রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কিত নাতি (তাঁর বড়দা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র) সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরও একই কথা জানিয়েছেন। সাহিত্য অকাদেমি থেকে প্রকাশিত রামমোহনের এক জীবনীগ্রন্থে তিনি পরিষ্কারভাবেই লিখেছেন রামমোহন ব্রাহ্ম সমাজ নামে কোনও প্রতিষ্ঠান গঠন করেন নি, এবং কোনও নতুন ধর্ম স্থাপন করার বাসনাও তাঁর ছিল না (সৌম্যেন্দ্রনাথ রাজা রামমোহন রায় ৪৬)। এই তথ্যগুলো থেকে যে কথা পরিষ্কার হয়ে যায় তা হলো এই যে—সাধারণভাবে আমরা যা জানি তা সঠিক নয়, রামমোহন কোনও নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন নি, কোনও নতুন ধর্মভিত্তিক সমাজও গঠন করেন নি।

তাহলে প্রশ্ন হলো, এই ধারণাগুলো আমাদের মধ্যে জন্ম নিল কেমন করে যে রামমোহন ব্রাহ্ম ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বা ব্রাহ্ম সমাজের পত্তন করেছিলেন? এই নাতিদীর্ঘ নিবন্ধে আমরা সে প্রসঙ্গেই অতি সংক্ষেপে আলোচনা করব। রামমোহন স্বাধীনতার পূজারি ছিলেন, আমরা সকলেই জানি যে রাজনীতি থেকে সমাজনীতি, বা অর্থনীতি থেকে সাংবাদিকতাসর্বক্ষেত্রেই তিনি তাঁর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার ছাপ স্পষ্ট করে রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ যেমন লিখেছেন, রামমোহন যখন জন্মেছিলেন তখন 'হিন্দুধর্ম অবসন্ন মুমূর্ষু হইয়া পড়িতেছিল" (রবীন্দ্রনাথ ২২৩)। এ কথা আমাদের অজানা নয় যে স্মৃতি ও পুরাণের চাপে হিন্দু সমাজ তখন অর্ধমৃত হয়ে

পড়েছিল, তার গৌরবের অতীত সে ভুলে গেছিল। তাই নানাবিধ কুসংস্কার ও লোকাচার তখন সেই সমাজে জায়গা করে নিয়েছিল, যার মধ্যে ছিল সতীদাহর মতো নিষ্ঠুর ও অমানবিক প্রথা। রামমোহন বুঝেছিলেন, এই সমাজকে যদি স্বাধীন করতে হয় তাহলে সবার আগে তার ধর্মকে স্বাধীন করতে হবেদেশাচার ও লোকাচারের জাঁতাকল থেকে সমাজকে উদ্ধার করতে হবে। সেই লক্ষ্যেই তিনি ১৮২৮ সালের ২০ অগাস্ট কলকাতার চিৎপুর রোডে রামকমল বসুর বাড়িতে ব্রহ্ম সভা স্থাপন করেন (সৌম্যেন্দ্রনাথ রাজা রামমোহন রায় ৪৪)। সভার নামকরণটি লক্ষণীয়এটি ছিল 'ব্রহ্ম সভা', 'ব্রাহ্ম সমাজ" নয়। রামমোহনের উদ্দেশ্য ছিল যে সেই সভায় হিন্দু ধর্মের একেশ্বরবাদী ধারাটিকে নিয়ে আলোচনা হবে, তার মূল বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হবেযাতে হিন্দু সমাজের মানুষ হিন্দু ধর্মের মূল একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে অবহিত হয় ও সে পথে অগ্রগামী হয়। এ প্রসঙ্গে এ কথা স্মরণীয় যে রামমোহন অতি অল্প বয়সেই কোরান পড়ে, ও পরবর্তী পর্যায়ে বাইবেল পড়ে, একেশ্বরবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, ফারসি ভাষায় তুহফৎ-উল-মুয়াহিদিন শিরোনামের বই লিখেছিলেন (যার অর্থ 'একেশ্বরবাদীদের পক্ষ থেকে উপহার"), এবং হিন্দু ধর্মে সেই একেশ্বরবাদের সন্ধান করেছিলেন। তিনি নিজে অবশ্য কোনও নির্দিষ্ট ধর্মমতে নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি। তিনি নিজে ছিলেন সর্বজনীন ধর্ম, বা ইউনিভার্সাল রিলিজিয়নের অনুগামী, এবং সেই সর্বজনীন ধর্মের আলোচনাই তিনি ব্রহ্ম সভায় করতেন। এমনকী, সৌম্যেন্দ্রনাথ যেমন জানিয়েছেন, রামমোহন নিজে বলতেন যে তাঁর মৃত্যুর পর হিন্দু, মুসলমান বা খ্রিস্টান সকলেই তাঁকে নিজের ধর্মের অনুগামী বলে দাবি করবে, কিন্তু তিনি আসলে সর্বজনীন ধর্মের অনুগামী (সৌম্যেন্দ্রনাথ রাজা রামমোহন রায় ৪৫)। ১৮৩০ সালের ২৩ জানুয়ারি ব্রহ্ম সভার নিজেদের ভবনের দ্বারোদ্ঘাটনের পনেরো দিন আগে, সে বছরের ৮ জানুয়ারি রামমোহন ব্রহ্ম সভার ট্রাস্ট ডিড প্রস্তুত করেন। সেখানে ব্রাহ্ম সমাজ বা ব্রাহ্ম ধর্মের কোনও উল্লেখই ছিল নাবলা ছিল যে যে-কোনও ব্যক্তি, যদি তিনি একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হন, তবে তিনি এই সভাস্থল ব্যবহার করতে পারবেন (সৌম্যেন্দ্রনাথ রাজা রামমোহন রায় ৪৪-৪৫)। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়গত ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা রামমোহনের অভিপ্রায় ছিল না, তিনি ছিলেন আক্ষরিক অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ ও বহুত্ববাদী।

রামমোহন যতদিন ভারতবর্ষে ছিলেন, সেই ১৮৩০ সাল পর্যন্ত ব্রাহ্ম ধর্ম বা ব্রাহ্ম সমাজ নামে কোনও কিছুর অস্তিত্ব ছিল না বলে জানিয়েছেন সৌম্যেন্দ্রনাথ (সৌম্যেন্দ্রনাথ "ব্রাহ্মসমাজ না ব্রহ্মসভা" ১৪৬)। কিশোরীচাঁদ মিত্রকে উদ্ধৃত করে তিনি এ কথাও লিখেছেন যে রামমোহন কোনও নতুন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন নি। পরবর্তীকালে, ১৮৩১ থেকে ১৮৩২ সালের মধ্যে, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ব্রহ্ম সভার নাম পরিবর্তন করে রাখেন ব্রাহ্ম সমাজ, এবং এই ঘোষণাও করেন যে এই সমাজের উদ্দেশ্য হলো 'বেদান্তপ্রতিপাদ্যধর্ম" প্রচার করা (সৌম্যেন্দ্রনাথ "ব্রাহ্মসমাজ না ব্রহ্মসভা" ১৪৭)। রামমোহন, পুনরুক্তির ঝুঁকি নিয়েও বলতে হয়, কোনও নির্দিষ্ট ধর্মের প্রচারের জন্যে ব্রহ্ম সভা গঠন করেন নি। কিন্তু রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কৃত এই পরিবর্তনের ফলে ব্রাহ্ম সমাজ নামটিও যেমন প্রচার পেল, ঠিক তেমনই জনমানসে এই ধারণা মান্যতা পেল যে এই সমাজ কোনও ধর্মের প্রচারের জন্যে সৃষ্ট হয়েছে। এরও পরে, ১৭৬৮ শকাব্দের ১১ পৌষ (অর্থাৎ ১৮৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে) তত্ত্ববোধিনী সভার এক অধিবেশনে রাজনারায়ণ বসুর প্রস্তাবে এবং অক্ষয়কুমার দত্তের সমর্থনে সেই 'বেদান্তপ্রতিপাদ্যধর্ম"-র নামকরণ করা হয় ব্রাহ্ম ধর্ম (সৌম্যেন্দ্রনাথ রাজা রামমোহন রায় ৪৮)। ইতিমধ্যে, ১৮৪৩ সালে, রবীন্দ্রনাথের বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রীতিমতো অনুষ্ঠান করে ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা নেন

(সৌম্যেন্দ্রনাথ 'ব্রাহ্মসমাজ না ব্রহ্মসভা" ১৫০)। তার আগে ব্রাহ্ম ধর্মের কোনও অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং, রামমোহনকে ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বললে সত্যের অপলাপ করা হয়। কিন্তু যেহেতু ব্রহ্ম সভার নাম পরিবর্তন করে হলো ব্রাহ্ম সমাজ, এবং তার কাজ গিয়ে দাঁড়াল ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচার করা, তাই রামমোহন সম্বন্ধে এই ভুল ধারণা জনমানসে মান্যতা পেয়েছে। আশা করা যায়, তাঁর জন্মের সার্ধদ্বিশতবর্ষে এই ভুল ধারণার অবসান হবে।

উপসংহারে একটি ছোট্টো মন্তব্য করা যায়। রামমোহনের মতো তাঁর মানসশিষ্য রবীন্দ্রনাথও কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়গত ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না, যা তাঁর আত্মপরিচয় পড়লে বোঝা যায়। তবে তা অন্য প্রসঙ্গ।

উল্লেখপঞ্জি

বিপিনচন্দ্র পাল, নবযুগের বাংলা, কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চারিত্রপূজা, রবীন্দ্র রচনাবলী, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার (১৯৮০-২০০৪), একাদশ খণ্ড, ১৯৮৯

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মেকার্স অফ ইন্ডিয়ান লিটারেচার: রাজা রামমোহন রায়, নিউ দিল্লি: সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৫

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রামমোহনব্রাহ্মসমাজ না ব্রহ্মসভা, সন্দীপন সেন (সম্পাদক) রামমোহন ২৫০ স্মারকগ্রন্থ, কলকাতা: রামমোহন লাইব্রেরি অ্যান্ড ফ্রি রিডিং রুম, ২০২২